দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৬.৫.৭৯ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

গণ সাক্ষরতা

আলোচনা

দেশের শতকরা ৭ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার জন্যে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্প নেয়ার নির্দেশ রয়েছে প্রেসিডেন্টের ১৯ দফা কর্মসূচীতে। দু'বছর হলো এই কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে। শতকরা ৭৮ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলতে পারলে নিঃসন্দেহে একটা বড় কাজ হবে। এরই মধ্যে স্বকীয় উদ্যোগে স্থানীয় জনগণ বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অন্যদিকে গণশিক্ষা কাউন্সিল গঠিত হলেও কার্যক্রমের কোন নির্দেশনা এখনো প্রণীত হয়নি। বিগত ২৫ বছর ধরে—১৯৫৪-৫৫ সালে প্রবর্তিত পল্লী কৃষি-শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সাক্ষরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর কারণও আছে। নিরক্ষরতা উন্নয়নের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। সুতরাং নিরক্ষরতা দূর করতেই হবে। এরই মধ্যে বহু সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা, সুপারিশ স্তূপীকৃত হয়ে আছে। পথের দিশা দেখানো হয়েছে অনেক। তবে ব্যাপকভাবে তা অনুসৃত হয়নি। বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে ১৯৬৩ সালে। পাইলট প্রজেক্টের অধীনে পরীক্ষা করে পথের দিশা নির্দেশিত হয়ে আছে। জনগণও শিক্ষা চায়, বাঁচার পথ চায়। বর্তমান সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, সাক্ষরতা অভিযান সফল করে তোলার প্রচেষ্টা হচ্ছে, তবে তা প্রত্যাশিতরূপে ব্যাপকতা পায়নি। সরকারের শুভ ইচ্ছার অভাব নেই, অভাব শিক্ষা বিভাগের আন্তরিকতার, সংকল্পের। এ গড়িমসির দীর্ঘসূত্রতার কারণও আছে। তা দূর করার একমাত্র উপায়, সর্বাগ্রে প্রয়োজন— রাজনৈতিক সংকল্পের, আইনের বিধানের, বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণের।

তিন বছরে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা যায়। যুদ্ধের মত জরুরী ভিত্তিতে, ক্র্যাস প্রোগ্রামের অধীনে, সমস্ত শিক্ষিত জনশক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে কাজে লাগিয়ে তা অর্জন করা সম্ভব। এর জন্যে যে কর্মসূচী নেয়া দরকার তা হলো: প্রথম—ছয় মাস প্রস্তুতি পর্যায়, প্রচারণা, নিরক্ষর সংখ্যা নির্ণয়, শিক্ষক নির্বাচন, শিক্ষার স্থান নির্ধারণ, বই-উপকরণ সংগ্রহ। দ্বিতীয়—দেড় বছরে ছ' মাসের তিনটি কোর্সে নিরক্ষর সবাইকে সাক্ষর করা। আর তৃতীয় পর্যায়ে এক বছরে সদ্য সাক্ষরদের অর্জিত জ্ঞান সংরক্ষণ ও সঞ্জীবনের জন্য গ্রামে গ্রামে পঠন কেন্দ্র বা পাঠাগার স্থাপন ও বই, পত্র-পত্রিকা পরিবেশন। পরবর্তী ৫—৭ বছর চলবে অবিরাম শিক্ষা ব্যবস্থা, জ্ঞানানুশীলন অব্যাহত রাখা। মনে রাখতে হবে, নিরক্ষরকে সাক্ষর করা সহজ, কিন্তু তাকে সাক্ষর রাখা সহজ নয়। বরং অত্যন্ত কঠিন কাজ। দেখা গেছে, চর্চার অভাবে প্রাইমারী পড়া সাক্ষররা কয়েক বছরের মধ্যেই নিরক্ষরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ বিরাট অপচয় রোধ করার ব্যবস্থা না থাকলে সাক্ষরতার সুফল আশা করা কঠিন। প্রথম প্রয়োজন হলো জাতীয় পর্যায়ে গণসাক্ষরতার প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণ ও নিম্নস্তরে ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যবস্থা। যেহেতু দায়িত্ব মুখ্যত শিক্ষা তাই সার্বক্ষণিক কাজ চালিয়ে নেবার জন্যে বিভিন্ন পর্যায়ে—যেমন জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মচারী থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত: যারা সাক্ষরতা শিক্ষা দেবে তাদের চিহ্নিতকরণ এবং কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ণয় ও দায়িত্ব প্রদান। তাতে সব শিক্ষিতের ভূমিকার কথা থাকলেও বিশেষ করে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে।

তৃতীয়ত: সাড়ে পাঁচ কোটি ছ' কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করার জন্য কোটি কোটি বইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক পাঠের বই প্রকাশ করেছে। সেগুলি পরীক্ষিত ও বেশ উচ্চমানের। কোটি কোটি লোকের জন্য বিভিন্ন প্রকার বইয়ের প্রয়োজন। আপাতত কাজ শুরু করার জন্য বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের বইগুলিই যথেষ্ট। নিরক্ষরদের পাঠ্য বই ও পরবর্তী পাঠের বই, প্রচার-পত্র-পত্রিকা প্রকাশের জন্য চার বিভাগে চারটি কেন্দ্র থাকা বাঞ্ছনীয়। তাতে বিতরণ ব্যবস্থাও সহজ হবে।

চতুর্থত: সদ্য সাক্ষর ও পাঠশালায় পড়া স্বল্প ও অর্ধশিক্ষিতদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা বিভাগ এযাবত ৬০ খানা বই প্রকাশ করেছে। পাইলট এরিয়ায় সেগুলি পরবর্তী পাঠে ব্যবহৃত হচ্ছে। দরকার এগুলির বহুল প্রচার এবং ব্যবহার। সেজন্যে পঠন কেন্দ্র ও পাঠাগার স্থাপন অপরিহার্য। তার সব চেয়ে উপযুক্ত স্থান প্রাইমারী স্কুল, গ্রাম মিলনায়তন, মসজিদ মন্দির এবং মেয়েদের পঠন কেন্দ্র।

দেখা যায়—ইউনিয়ন ভিত্তিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পের জন্য প্রতি গ্রামেই শিক্ষিত জনশক্তি রয়েছে। গড়ে প্রতি গ্রামে আছে ৩.৭ জন শিক্ষক, ৩৫/৩৬ জন হাইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, আর ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া গ্রামের অধিবাসী ৪২/৪৩ জন। দরকার শুধু নেতৃত্বের, সংগঠনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার আর অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থার। সাময়িক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী সুফল প্রদান করে না, একথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

মোঃ আবদুল কুদ্দুস